

কবিতা ১০

নদীর স্বপ্ন বুন্ধদেব বসু

১) কবিতাটির মূলকথা

বুন্ধদেব বসুর 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় নদী এবং নৌভ্রমণ নিয়ে এক কিশোরের কল্পনা রূপায়িত হয়েছে। দূরস্থ এক কিশোর তার ছোট বোনকে নিয়ে নৌকাতে উঠে নদীর পর নদী পার হয়ে তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায়। নৌকায় নানা রঙের পাল, নীল রঙের আকাশ, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির উড়ে চলা, রূপোলি ইলিশ মাছ, নৌকায় রান্না করা, সন্ধ্যায় গান গাওয়া, গল্ল করা— এত কিছু কিশোর মনে গভীর স্বপ্ন নিয়ে আসে। পাশাপাশি এ কবিতায় বোনের প্রতি ভাইয়ের দায়িত্ব ও আদর প্রকাশের চমৎকার নির্দর্শন আছে।

২) কবিতাটির শিখনফল : কবিতাটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : নিজেদের কল্পনাশক্তির প্রসার ঘটাতে পারব। [জ. বো. '১৭; ব. বো. '১৭]
- শিখনফল-২ : নদীর ও প্রকৃতি এর সৌন্দর্য দেখতে অনুপ্রাণিত হব। [রা. বো. '১৭]
- শিখনফল-৩ : নিজ দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখতে আগ্রহী হব।
- শিখনফল-৪ : ভয়ে আগ্রহী হব।



৩) কবি-পরিচিতি

নাম : বুন্ধদেব বসু।

জন্মতারিখ : ৩০শে নভেম্বর, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান : কুমিল্লা।

পৈতৃক নিবাস : বিক্রমপুর অর্থাৎ বর্তমানের মুসিগঞ্জ।

শিক্ষাজীবন : মাধ্যমিক : ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল (১৯২৫)। উচ্চ মাধ্যমিক : ঢাকা সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (১৯২৭)। উচ্চতর শিক্ষা : বিএ অনার্স (ইংরেজি) (১৯৩০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এমএ (ইংরেজি) (১৯৩১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।



কর্মজীবন/পেশা : প্রথমে সাংবাদিকতা এবং পরে অধ্যাপনাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।

সাহিত্যকর্ম : কাব্যগ্রন্থ : মর্মবাণী, পৃথিবীর পথে, কঙ্কাবতী, বন্দীর বন্দনা, দয়মতী ইত্যাদি। উপন্যাস : সাড়া, সানন্দা, লাল মেঘ, কালো হাওয়া, নীলাঞ্জনের খাতা, বিপন্ন বিস্ময় ইত্যাদি। গল্পগ্রন্থ : অভিনয়, রেখাচিত্র, শ্রেষ্ঠগল্প ইত্যাদি।

পুরস্কার ও সম্মাননা : সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার, পদ্মভূষণ উপাধি ও রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ।

মৃত্যু : ১৮ই মার্চ, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে।

৪) পাঠের উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠ করার কারণে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তির প্রসার ঘটবে। প্রকৃতি ও দেশের প্রতি আকর্ষণ বাঢ়বে। ভাইবোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক তৈরি হবে।

৫) শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণ্ঠকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

মাঝি — যে নৌকা চালায়।

ইশকুল — স্কুল, বিদ্যালয়।

উন্ন — চূলা।

পইঠা — সোপান।

নাও — নৌকা।

৬) বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই—

ছোকানু	পদ্মা	ইশকুল	শোণ	ইলিশ	রূপোলি	ধোঁয়া	রানি	গল্ল	ঝড়
--------	-------	-------	-----	------	--------	--------	------	------	-----

জটিল ও দুর্বল পাঠের ব্যাখ্যা



নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত

- » কোথায় চলেছে? নৌকায় তুলে দাও।
এক দুরত কিশোর নৌকার মাঝিকে ডাকে তার দুটো কথা শোনার জন্য। মাঝি শুনছে না বলে তাকে নতুন বুপোর সিকি দিতে চাই। ছোকানুর কাছে আরও দুটো আনি আছে, সেগুলোও সে মাঝিকে দিতে চায়। বিনিময়ে মাঝি যেন তাদের তার নৌকায় তুলে নেয়।
- » নৌকা তোমার ঘাটে মেঘনা, পদ্মা, শোণ।
মাঝির নৌকা ঘাটেই বাঁধা আছে। নৌকা অনেক দূরে গেলেও তাদের আপত্তি নেই। তাদের মিনতি, মাঝি যেন তাদেরকে সাথে নিয়ে যায়। মাঝি হয়তো তাদেরকে চেনে না তাই সাড়া দিচ্ছে না একথা ভেবে কিশোর নিজেই নিজের পরিচয় দিচ্ছে, সে কানাই আর ছোকানু তার ছেট বেন। তারা মাঝির সঙ্গে পদ্মা, মেঘনা, শোণ নদীতে বেড়াতে যেতে চায়।
- » শোনো, যা এখন একা নেবো মাথা পেতে।
দুরত কানাই মাঝির কাছে চুপি চুপি বলছে, তাদের যা এখন ঘুমাচ্ছে আর দিদি ঝুলে গেছে। কাজেই তার কোনো ভয় নেই। এখনই সময় তাকে আর ছোকানুকে নৌকায় তুলে নেওয়ার। বাবার বকুনি তাকে খেতে হবে না। সব দোষ সে নিজেই মাথা পেতে নেবে।
- » ওটা কী? ইশ, চোখে বালসায়!
একটু দূরের আর একটি নৌকা দেখে কানাই প্রথমে চিনতে পারে না। পরে দেখে বুঝতে পারে যে তা জেলেনৌকা। জেলেরা জালটা টেনে তুলতে পারছে না। বুপালি জলের নদীতে বুপালি ইলিশ দেখে কানাইয়ের চোখ বালসায়।

- » ইলিশ কিনলে? আমি পদ্মার রাজা।
ইতোমধ্যে পাশের নৌকা থেকে মাঝি একটা ইলিশ কিনে নেয়। বেশ বড় ইলিশ। কানাই খুশি হয়ে মাঝিকে ধন্যবাদ জানায়। মাঝি উন্নন ধরায় আর ছোকানু পাকা গিন্নির মতো রান্না করে। নৌকার পইঠায় বসে ধোঁয়া ওঠা গরম ভাতের সাথে মাছ ভাজা খেতে ভারি মজা। এই মুহূর্তে কানাইর মনে হয়, সে পদ্মার রাজা আর ছোকানু আকাশের রানি।
- » খাওয়া হলো শেষ পাল তুলে দাও।
এইমাত্র খাওয়া শেষ হলো। ছেট নৌকাটা আবার দুলে দুলে চলতে শুরু করেছে। হালকা নরম হাওয়া বইছে। কানাই মাঝিকে লাল পালটা তুলে দেওয়ার অনুরোধ করে।
- » ছোকানুর চোখ ঘুমে বড়োই ভীতু কিনা।
সারাদিনে অনেক ব্যস্ততা গেছে। ক্লান্ত ছোকানু গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। কানাই ঠিকই জেগে আছে। গান শেষ হলে সে মাঝির কাছে গল্প শুনবে। গল্প শুনতে শুনতে বিছানা-বালিশ ছাড়া সেও ঘুমিয়ে পড়বে। দায়িত্বান কানাই ছোকানুকে দেখে রাখার জন্য মাঝিকে অনুরোধ করে। কারণ ছোকানু খুব ভিতু।
- » আমার জন্যে সুখে ঘুম যায়।
কানাই মাঝিকে বলে তার জন্য মাঝির ভাবার দরকার নেই। কারণ সে নিজেই নিজের খেয়াল রাখতে পারে। এখন সে বড়ই হয়েছে। তবে বড় এলে সে যেন তাকেই ডাকে। ছোকানু যেমন সুখে ঘুমাচ্ছে, ঘুমিয়ে থাক।



অনুশীলন

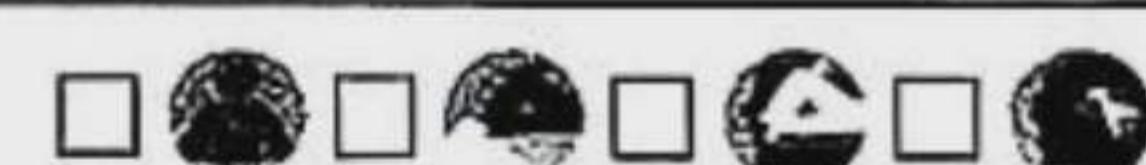
সেরা প্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে
বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নোভর

প্রিয় শিক্ষার্থী, কবিতাটিতে সংযোজিত প্রশ্নোভরসমূহকে অনুশীলনী, বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল অংশে বিভক্ত করে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার সেরা প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে প্রশ্নোভরসমূহ ভালোভাবে প্র্যাকটিস কর।

অনুশীলনীর প্রশ্নোভর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



৪. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সঠিক উত্তরটিতে চিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. কোথায় চলেছে? এদিকে এসো না।
দুটো কথা শোনো দিকি,
চরণ দুটিতে প্রকাশ পেয়েছে—
২. কি আদেশ কি নির্দেশ ৩. অনুরোধ ৪. অনুনয়
[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-121]
- » তথ্য-ব্যাখ্যা : উল্লিখিত চরণটির মাধ্যমে এক দুরত কিশোর ও তার বোনের নৌভয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য নৌকার মাঝির প্রতি অনুনয় প্রকাশ পেয়েছে। তাই ৩. সঠিক উত্তর।
- উদ্দীপকটি পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
- কিশোর মোরা উষার আলো, আমরা হাওয়া দুরত,
যন্টি চির বাঁধন হারা, পাখির মতো উড়ত।
২. উদ্দীপকের ছিতীয় চরণের অর্ধের সাথে নিচের কোন চরণের অর্ধের মিল পাওয়া যায়?
কি পায়ে পড়ি, মাঝি, সাথে নিয়ে চলো, মোরে আর ছোকানুরে
৪. ছোকানু রে, তুই আকাশের রানি, আমি পদ্মার রাজা

৫. শুনতে শুনতে আমি ঘুমোই— বিছানা বালিশ বিনা
৬. এই কাঁকে মোরে— আর ছোকানুরে, নৌকোয় নাও তুলে

(সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-123)

- » তথ্য-ব্যাখ্যা : উদ্দীপকে কিশোরদের দুরতপনার চিত্রটি ফুটে উঠেছে। যা প্রশ্নের অপক্ষণগুলোর ৩.-তে ফুটে উঠেছে। তাই ৩. সঠিক উত্তর।

৩. উক্ত পঞ্জিকা দুটিতে যে আবেগ প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে—

- কিশোর মনের উচ্ছ্঵াস
- ভাই ও বোনের সত্যিকার মর্যাদা
- কল্পনার অবাধ প্রবাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

৪. i ৫. ii ৬. i ও ii ৭. i ও iii

(সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-123)

- » তথ্য-ব্যাখ্যা : উদ্দীপক ও 'নদীর ষপ' কবিতার পঞ্জিকার মধ্যে কিশোর মনের উচ্ছ্঵াস ও কল্পনার অবাধ প্রবাহ প্রকাশ পেয়েছে। তবে ভাই ও বোনের সত্যিকার মর্যাদার দিকটি এখানে ফুটে উঠেনি। তাই ৫. সঠিক উত্তর।

সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ০১ নিশু, লিজা, শ্যামা, মিথিয়া, পিয়া বড়দের দৃষ্টি এড়িয়ে
সাগরদিঘি পাড়ে মিলিত হয়েছে। বাড়ি থেকে চাল, ডাল, ডিম,
মসলা— সবকিছু নিয়ে এসেছে। জমিয়ে পিকনিক হবে। রান্নার ধূম
লেগেছে। রান্না শেষ হতেই নিশুর দেখাদেখি সবাই দিঘির জলে
ঁাপিয়ে পড়ল। দাপাদাপি যেন শেষ হতেই চায় না। শেষে পিয়ার
চেঁচামেচিতে সবাই এসে কলাপাতায় পাত পেড়ে খেতে বসল।
খাবার মুখে দিয়েই এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। নুন— নুন দেওয়া
হয় নি যে। আবার এক দফা হেসে নিয়ে সবাই গপাগপ খিচড়ি
খেতে শুরু করল। খুব ক্ষুধা পেয়েছে বে!

- ক. দুপুরের রোদে জল কেঘন করে বয়ে চলে? ১

খ. নোকা-ভমণের বিনিময়ে কানাই মাখিকে আনি বা পয়সা দিতে চেয়েছিল কেন?— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে কবিতার কী অংশ লক্ষ করা যায়—
আলোচনা কর। ৩

ঘ. বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও কবিতাটি কিশোর মনের
আবেগ প্রকাশের দিক থেকে অভিন্ন— বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

► शिखनफल

- ক** [বি. দ্র. : প্রশ্নোত্তর উপর অংশটি আলোচা কবিতায় নেই ।]

খ • নৌকা-ভ্রমণের বিনিময়ে কানাই মাঝিকে আনি বা পয়সা দিতে চেয়েছিল নৌকায় তাদের নিয়ে বেড়ানোর পারিশ্রমিক হিসেবে ।

• 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কানাই আর তার ছোট বোন ছোকানু নদী ভ্রমণে বের হতে চায় । মাঝিকে তার নৌকায় তাদেরকে তুলে কানাই অনুমোধ করে । মাঝিকে এর বিনিময়ে অর্থ দিতে চায় কানাই । কারণ যাঁকি তার উপার্জিত টাকা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করে । তাই কানাই মাঝিকে নৌকা ভ্রমণের বিনিময়ে আনি বা পয়সা দিতে চেয়েছিল ।

গ • উদ্দীপকের সাথে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার যে অমিল লক্ষ করা যায়, তা হলো নদীর সৌন্দর্য ও নৌকা ভ্রমণের বিষয়টির অনপস্থিত ।

গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

 সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

• এদেশোর বুকে নয়ে চলছে অসংখ্য নদ-নদী। এ নদীগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিভিন্ন জনপদ। এসব জনপদের মানুষেরা নদীর ওপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে।

• উদ্দীপকের নিশু, লিঙা, শ্যামা, মিথিয়া, পিরা বড়দের দৃষ্টি এড়িয়ে
সাগরদিঘির পাড়ে মিলিত হয় পিকনিক করার জন। বাঢ়ি থেকে নিয়ে
আসা চাল, ডাল, ডিম, মসলা সবকিছু দিয়ে রান্না শেষে সবাই একসঙ্গে
বসে খায়। সবাই মিলে আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে। অন্যদিকে 'নদীর
স্বপ্ন' কবিতাতেও কানাই ও ছেকানু মা-বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে নৌকা
ভ্রমণে বের হয়। দুজন মিলে ঘুরে দেখতে চায় পদ্মা, মেঘনা, শোণ
নদী। নৌকায় উঠে তারা মুগ্ধ হয়। রান্না করে খায়। গান শোনে, গল্প
শোনে মাঝির কাছে। উদ্দীপকের ছেলেমেয়েদের মতো কানাই ও
ছেকানুও আনন্দে মেতে ওঠে। তবে উদ্দীপকে নদীর সৌন্দর্য ও নৌকা
ভ্রমণের বিষয়টি অনুপস্থিতি। আর এ দিক থেকেই উদ্দীপকে বর্ণিত
বিষয়ের সঙ্গে আলোচ কবিতার অমিল লক্ষ করা যায়।

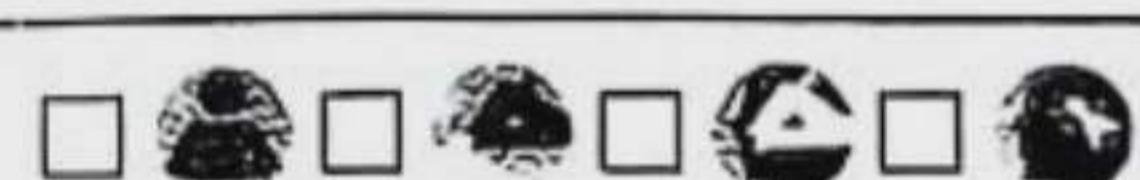
১. • বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও কবিতাটি কিশোর মনের আবেগ প্রকাশের দিক থেকে অভিন্ন— মন্তব্যটি যথার্থ।

২. কিশোর-কিশোরীদের মনের আবেগ-অনুভূতি কম্পনাপ্রবণ। তারা নানা রকম ইচ্ছা করে, স্বপ্ন দেখে। তাদের মাথায় যখন যে বুদ্ধি চাপে তখন তাই করতে চায়।

৩. উদ্দীপকের নিশ্চু লিজা, শামা, মিথিয়া, পিয়া সাগরদিঘি পাড়ে গেছে পিকনিক করার জন্য। সেখানে গিয়ে নুরুর দেখাদেখি সবাই ঝাপিয়ে পড়ে দিঘির জলে। দাপাদাপি যেন শেষ হতে চায় না। শেষে পিয়ার চেঁচামেচিতে সবাই এসে কলাপাতায় খেতে বসল। এখানে কিশোর-কিশোরীর দুর্লভ মনের আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কানাই ও ছোকানুও আবেগের এমন বশবতী হয়ে বাবা-মার চোখ ফাঁকি দিয়ে মাঝির সাথে নৌকামণে বের হতে চায়। সেখানে গিয়ে তারা বেশ মজা করার স্বপ্ন দেখে।

৪. উদ্দীপকের কিশোর কিশোরীরা পিকনিকে গিয়ে সকলের সঙ্গে হাসি আনল্দে মেতে ওঠে। 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কিশোর কানাই ও ছোকানু তাদের মনের আবেগকে ধরে রাখতে না পেরে নৌকা ভ্রমণে বের হয়ে সেই আবেগকে বাস্তবে রূপদান করতে চেয়েছে। সুতরাং আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ।

টপিকের ধারায় প্রণীত





- | | | |
|---|---|--|
| ২৭. | 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় হালকা নরম হাওয়ায় কোন পাল তোলার
কথা বলা হয়েছে? | বু. নো. '১৬। |
| ক | ক) লাল
গ) বেগুনি | ব) নীল
ঘ) হলদে |
| ২৮. | 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় পন্থার রাজা কে? | বিনি. নো. '১৬। |
| ক | ক) কানাই
গ) মাঝি | ব) ছোকানু
ঘ) কবি |
| ২৯. | রাফি স্বপ্ন দেখে, সে একটি নতোয়ানে করে একদিন মঙ্গলগ্রহে যাবে—
রাফির সাথে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কানাইয়ের সাদৃশ্য হয়েছে— বিনি. নো. '১৬। | |
| গ | ক) দুরন্তপনায়
ঘ) ভ্রমণ পিপাসায় | ব) কর্তব্যনিষ্ঠায়
ঘ) কল্পনাবিলাসিতায় |
| শিখন শব্দার্থ ও টীকা ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 123 | | |
| ৩০. | 'আনি' বলতে বোঝানো হয়েছে— | |
| ক | ক) নিয়ে আসি
ব) আনয়ন করি | গ) এক টাকার ষোল ভাগের এক ভাগ মূল্যের মুদ্রা
ঘ) পঁচিশ পয়সা মূল্যমানের মুদ্রা বা আধুলি |
| গ | এক টাকার ষোল ভাগের এক ভাগ মূল্যের মুদ্রা বা আধুলি | |
| ৩১. | 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় উল্লিখিত 'শোণ' হলো— | |
| ক | ক) একটি নদীর নাম
গ) কথা শোনার আহ্বান | ব) একটি দীপের নাম
ঘ) শুরু করার ইশারা |
| ৩২. | ২৫ পয়সার মুদ্রাকে কী বলে? | |
| ক | ক) আনি
গ) সিকি | ব) আনা
ঘ) টাকা |
| পাঠের উদ্দেশ্য ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 123 | | |
| ৩৩. | 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীদের কোন শক্তির প্রসার
ঘটবে? | |
| ক | ক) কল্পনাশক্তি
গ) বুন্ধি শক্তি | ব) দৈহিক শক্তি
ঘ) ক্ষাত্র শক্তি |
| ৩৪. | 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাটি পাঠের ফলে ভাই-বোনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা ঘটবে— | |
| ক | ক) ভাইবোনের সম্পর্ক দৃষ্টিত করবে
ব) ভাইবোনের সম্পর্কের অবনতি ঘটবে
গ) ভাইবোনের সম্পর্ক মধুর করবে
ঘ) ভাইবোনের সম্পর্ক তিঙ্ক করবে | |
| গ | | |
| পাঠ-পরিচিতি ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 123 | | |
| ৩৫. | 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাটি লিখেছেন— | |
| ক | ক) জীবনানন্দ দাশ
গ) জসীমউদ্দীন | ব) প্রতিভা বসু
ঘ) বুন্ধদেব বসু |
| গ | | |
| ৩৬. | 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে— | |
| ক | ক) এক কিশোরের নৌকা ভ্রমণ
ব) এক কিশোরের নৌকা ভ্রমণ কল্পনা
গ) এক কিশোর বাস্তব নৌকা ভ্রমণ
ঘ) ভাই-বোনের বাস্তব নৌকা ভ্রমণ | |
| গ | | |
| কবি-পরিচিতি ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 123 | | |
| ৩৭. | কবি বুন্ধদেব বসু কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? | |
| গ | ক) ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে
গ) ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে | ব) ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে
ঘ) ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে |
| ৩৮. | বাংলা সাহিত্যে বহুযুক্তি প্রতিভার অধিকারী বলে খ্যাত— | |
| ক | ক) সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ) বুন্ধদেব বসু | ব) আবদুল গাফফার চৌধুরী
ঘ) সুফিয়া কামাল |



৩৯. বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত পত্রিকা কোনটি? [ঢ. বো. '১৬: সকল বোর্ড '১২]

 - (৩) কল্পল
 - (৫) কবিতা পত্রিকা
 - (৭) ধারণান
 - (৯) হিজল পত্রিকা

৪০. বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত “প্রগতি”— একটি— [ঢ. বো. '১৬: সকল বোর্ড '১২]

 - (৩) দেয়াল পত্রিকা
 - (৫) কাব্যগ্রন্থ
 - (৭) মাসিক পত্রিকা
 - (৯) সাংগীতিক পত্রিকা

৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যরীতির বাইরে পৃথক কাব্যধারার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম কবির নাম কী? [ব. বো. '১৬]

 - (৩) সুফিয়া কামাল
 - (৫) জীবনানন্দ দাশ
 - (৭) কামিনী রায়
 - (৯) বুদ্ধদেব বসু

৪২. ‘কবিতা’ পত্রিকাটির সম্পাদক— [঱. বো. '১৫]

 - (৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
 - (৫) বুদ্ধদেব বসু
 - (৭) কাজী নজরুল ইসলাম
 - (৯) জীবনানন্দ দাশ

বহুপদী সমান্তরাল বহুনির্বাচনি প্রক্ষ ও উভয়

- | | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| ৪৩. | ‘ঝাড় এলে ডেকো আমারে—ছোকানু
যেন সুখে ঘুম যাই ।’ – এ উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে কানাইয়ের— [ব. বো. ’১৬] | | | |
| | i. দায়িত্ববোধ
ii. মমত্ববোধ
iii. কল্পনাপ্রবণতা | | | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | | | |
| ক | (ক) i. ii
(খ) i. iii
(গ) ii. iii
(ঘ) i. ii. iii | | | |
| ৪৪. | ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতায় চিত্রিত হয়েছে— [ঢ. বো. ’১৬; ঢ. বো. ’১৪] | | | |
| | i. এক কিশোরের নৌকা ভমণের কল্পনা
ii. বোনের প্রতি ভাইয়ের মমতা
iii. প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন রূপ | | | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | | | |
| ক | (ক) i. ii
(খ) ii. iii
(গ) i. iii
(ঘ) i. ii. iii | | | |
| ৪৫. | কানাইয়ের হাতের সিকিটির বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ— | | | |
| | i. চকচকে
ii. ছোট আকারের
iii. ঘৰামাজা | | | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | | | |
| ক | (ক) i. ii
(খ) i. iii
(গ) ii. iii
(ঘ) iii | | | |
| ৪৬. | কানাইয়ের কিশোর মনে গভীর স্বপ্ন সৃষ্টি করে যে অনুষঙ্গ— | | | |
| | i. বাংলাদেশের নদী
ii. নৌকায় রান্না করে খাওয়া
iii. ঝাঁক ঝাঁক উড়ে চলা পাখি | | | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | | | |
| ক | (ক) i. ii
(খ) i. iii
(গ) ii. iii
(ঘ) i. ii. iii | | | |
| ৪৭. | চিত্তবিনোদনের জন্য মাঝিকে যা পরিবেশন করতে অনুরোধ জানায় কানাই— | | | |
| | i. গান
ii. কবিতা
iii. গল্প | | | |
| | নিচের কোনটি সঠিক? | | | |
| ক | (ক) i. ii
(খ) i. iii
(গ) iii
(ঘ) ii. iii | | | |



অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

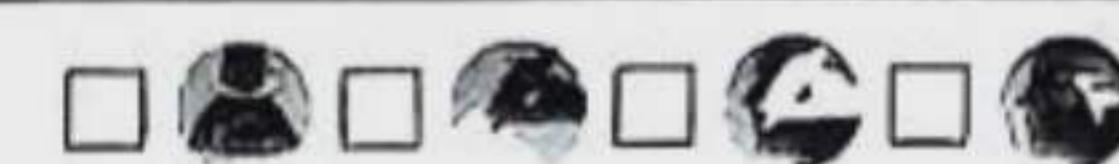
- | | | |
|-----|--|--------------------------------|
| | উদ্দীপকটি পড়ে ৪৮ ও ৪৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা
মনে মনে মেলে দিলেম গানের সুরে এই ডানা। | চ. বো. '১৭। |
| ৪৮. | উদ্ধৃতাংশের সাথে তোমার পঠিত কোন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে?
ক) বুপাই
গ) নদীর স্বপ্ন | খ) প্রার্থী
ঘ) নারী |
| ৪৯. | উদ্ধৃতাংশের সাথে নিচের কোন চরণের মিল আছে?
ক) মুখে তাহার জড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি
খ) ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্ম
গ) প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী
ঘ) ছোকানু রে, তুই আকাশের রানি, আমি পদ্মার রাজা | |
| ৫০. | উদ্দীপকটি পড়ে ৫০ ও ৫১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে ডিঙা
বায়ঃ— রাঙা মেঘ সাতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে দেখিবে
ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে— | ব. বো. '১৭। |
| ৫১. | উদ্দীপকে প্রকাশিত ভাবটি নিচের কোন কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে?
ক) বঙ্গভূমির প্রতি
গ) দুই বিঘা জমি | খ) মানবধর্ম
ঘ) নদীর স্বপ্ন |
| ৫২. | প্রতিফলিত ভাবটা হলো—
ক) স্বাজাতবোধ
গ) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য | খ) দেশপ্রেম
ঘ) স্মৃতিকাতরতা |
| ৫৩. | উদ্দীপকটি পড়ে ৫২ ও ৫৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
আজকে আমার বুন্ধ প্রাণের পৰ্বলে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্পোলে! | চ. বো. '১৬। |
| ৫৪. | উদ্দীপকের ভাবের সাথে মিল পাওয়া যায় নিচের কোন চরণের?
ক) পায়ে পড়ি, মাঝি সাথে নিয়ে চলো, মোরে আর ছোকানুরে
খ) ছোকানুরে, তুই আকাশের রানি, আমি পদ্মার রাজা
গ) লক্ষ্মী তো, মোরে-আর ছোকানুরে, নৌকায় তুলে নাও
ঘ) ইলিশ কিনলে? আঃ বেশ, বেশ, তুমি খুব ভালো, মাঝি | |
| ৫৫. | উপর্যুক্ত চরণে যে আবেগ ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে—
i. কিশোর মনের উচ্ছ্঵াস
ii. ভাই ও বোনের বন্ধন
iii. কল্পনার অবাধ প্রবাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii | |
| ৫৬. | উদ্দীপকটি পড়ে ৫৪ ও ৫৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অপু এক প্রকৃতিপাগল ছেলে। বাড়ির
পাশের ঘন ঝোপ-জঙ্গলই ছিল তার প্রকৃতি দর্শনের প্রধান জায়গা।
তার বড় বেন দুর্গা তাকে হাত ধরে ধরে প্রকৃতির লতা-পাতা
চিনিয়েছে। বাবার সঙ্গে বেরিয়ে অপু একদিন নীলকঠ পাখি দেখতে
যায়। একদিন অপু আর দুর্গা মাঠ পেরিয়ে রেলগাড়ি দেখতে দূরে যায়। | |
| ৫৭. | উদ্দীপকের বালক অপুকে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার যার সঙ্গে তুলনা করা চলে—
ক) কানাই
গ) মাঝি | খ) ছোকানু
ঘ) জেলে |
| ৫৮. | উদ্দীপক ও 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়—
i. কবিতায় নদী ও নৌভ্রমণ থাকলেও উদ্দীপকে আছে বন-
বনানীর সৌন্দর্য
ii. কবিতার ভ্রমণ অভিযানে নেতৃত্ব দেয় বড় ভাই, উদ্দীপকে বড় বেন
iii. উদ্দীপকের প্রকৃতিদর্শন বিষয়বুন্ধি সংশ্লিষ্ট, 'নদীর স্বপ্ন' তা
ভিন্ন জাতীয় | |
| ৫৯. | নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) iii
গ) i ও iii
ঘ) ii ও iii | |



গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



শিখনফলের ধারায় প্রশ্নীত


প্রশ্ন ০১ বরিশাল বোর্ড ২০১৭

অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তৃষ্ণি যেন বললে আমায় ডেকে,
‘দিঘির ধারে ঐ যে কীসের আলো।’
এয়ন সময় হা রে রে রে রে
ঐ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে
তৃষ্ণি ডয়ে পালকিতে এক কোণে
ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে
‘আমি আছি, ভয় কেন মা করো?’

- ক. কানাই মাঝিকে কখন গল্প বলতে বলেছিল? ১
 খ. কানাই বাবার বকুনি একাই মাথা পেতে নিতে চেয়েছিল কেন? ২
 গ. উদ্বীপকের বক্তা ও ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতার কানাইয়ের মধ্যকার
সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্বীপকে ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতার আংশিক ভাব প্রতিফলিত
হয়েছে— যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখ। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর
শিখনফল ১

- ক.** • গান গাওয়া শেষ হলে কানাই মাঝিকে গল্প বলতে বলেছিল।
খ. • বোনের প্রতি মেহ ও দায়িত্ববোধ এবং মাঝিকে অভয় দেওয়ার
উদ্দেশ্যে কানাই বাবার বকুনি একাই মাথা পেতে নিতে চেয়েছিল।
গ. • ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতায় কিশোর কানাই মাঝিকে অনুরোধ করে তাকে
এবং বোন ছোকানুকে নদী ভ্রমণে নিয়ে যেতে। মাঝিকে সে পয়সা
দিতে চায়। এতেও সে রাজি না হলে সে বলে মা ঘুমিয়ে রায়েছে, দিনি
ক্ষেত্রে গেছে, আর এই ফাঁকে তাদের নৌকায় তুলে নিতে বলে এবং
এই বলে মাঝিকে সে অভয় দেয় যে তার বাবা যদি এ নিয়ে বকে তবে
সেই বকুনি সে একাই মাথা পেতে নেবে। ছোকানুকে কিংবা মাঝিকে
এর ভাগ নিতে হবে না।
ঘ. • কল্পনাপ্রবণতার দিক থেকে উদ্বীপকের বক্তা ও ‘নদীর স্বপ্ন’
কবিতার কানাইয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।
• কিশোর মন প্রকৃতিগতভাবেই কল্পনার রঙে রাঙানো থাকে। এই
বৃহৎ জগৎ সম্পর্কে সে জানতে চায়, অচেনাকে চিনতে চায়। তার সেই
চাওয়া অনেক সময় পূরণ হয় না। তখন সেখানে কল্পনাকে পাঠিয়ে
তার মনের বাসনা পূরণ করতে চায়।
• উদ্বীপকে এমনই একজন কল্পনাপ্রবণ কিশোরকে দেখতে পাই।
কল্পনা করে সে তার মাকে নিয়ে দূর দেশে যাওয়ার সময় ডাকাতদের
দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। মা ভয় পেলে সে মাকে অভয় দিয়ে বলেছে,
আমি যখন আছি তখন কীসের ভয়? এমন কল্পনাপ্রবণতা দেখা যায়
‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতার কানাইয়ের মাঝে। সে বোনকে নিয়ে নদীর পর নদী
ভ্রমণ করে মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায়। নৌকার নানা রঙের পাল,
নীল আকাশ, পাখি ওড়া, বৃপ্তালি ইলিশ তার মনে গভীর স্বপ্ন নিয়ে আসে।
কিশোর মনের কল্পনাপ্রবণতার দিক থেকে উভয়ের সাদৃশ্য রয়েছে।
ঘ. • উদ্বীপকে ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতার আংশিক ভাব প্রতিফলিত
হয়েছে— মন্তব্যটি যৌক্তিক।
• মানবমন স্বভাবতই কল্পনাপ্রবণ। মানুষ কল্পনার মাধ্যমে জীবন-
জগতের অনেক স্বপ্ন পূরণ করে নিতে চায়। তাই কল্পনার জগতে
ডেসে বেড়ানো আর বাস্তবে চলা এক জিনিস নয়।

• উদ্বীপকে এক কিশোর মনের কল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সে
তার মাকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সময় ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হলে
মাকে অভয় দেয় এবং তাদের সাথে লড়াই করতে চায়। এই
কল্পনাপ্রবণতা ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতার একটি মাত্র দিক। এছাড়াও
কবিতায় বহুমুখী বিষয় ও ভাবের অবতারণা ঘটেছে।

• ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতায় এক কিশোরের কল্পনা বৃপ্তায়িত হওয়ার
পাশাপাশি নদীমাত্রক বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য, বোনের প্রতি ভাইয়ের
দায়িত্ব ও আদর প্রকাশিত হয়েছে; যা উদ্বীপকে অনুপস্থিত। তাই বলা
যায়, উদ্বীপকে ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতার আংশিক ভাব প্রতিফলিত
হয়েছে। এই বিচারে প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যথার্থ ও যৌক্তিক।

প্রশ্ন ০২ দিনাজপুর বোর্ড ২০১৭

নিশ্চ ও মিশ্চ দুই ভাই। রাতে শোবার সময় তারা বাবার কাছে বায়না
ধরেছে লাল, নীল রঙের ঘুড়ি কিনে আকাশে উড়াবে। এক সময়
তারা ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমের ঘোরে তারা স্বপ্ন দেখে, তাদের লাল, নীল
রঙের ঘুড়িগুলো আকাশে উড়েছে।

- ক. ছোকানুর কাছে কয়টি আনি ছিল? ১
 খ. ‘একা নেবো মাথা পেতে’— এখানে কী মাথা পেতে নেবার কথা
বলা হয়েছে? বুঝিয়ে লেখ। ২
 গ. উদ্বীপকে ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা
ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্বীপকে ফুটে ওঠা দিকটি অপেক্ষা ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতার ব্যাপ্তি
অধিক— মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর
শিখনফল ১

- ক.** • ছোকানুর কাছে ‘দুটো’ আনি ছিল।
খ. • ‘একা নেবো মাথা পেতে’— এখানে নদীতে ঘুরে বেড়ানোর
সমস্ত দোষ মাথা পেতে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
গ. • ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতায় নদী এবং নৌকা ভ্রমণ নিয়ে এক কিশোরের
কল্পনা বৃপ্তায়িত হয়েছে। এখানে দুর্বল কিশোর কানাই তার ছোট বোন
ছোকানুকে নিয়ে সবার অজ্ঞাতে নৌকা করে নদীতে ঘুরে বেড়ানোর
কল্পনা করেছে। আলোচ্য কবিতায় মাঝিকে রাজি করিয়ে নদীতে ঘুরে
বেড়ানো এবং এর বিভিন্ন কাজকর্ম, ছোট বোনের প্রতি দায়িত্ব ও
কর্তব্য পালন প্রভৃতি বিষয় প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে
ছোকানুকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর যত দোষত্ব আছে তা কিশোর
কানাই একাই মাথা পেতে নেওয়ার কথা বলেছে।

- ঘ.** • উদ্বীপকে ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতার শিশু-কিশোর মনের ইচ্ছা-
কল্পনার দিকটি ফুটে উঠেছে।
• শিশু-কিশোর মনে নানা স্বপ্ন খেলা করে। নানা কিছু করার জন্য
তারা ইচ্ছা পোষণ করে। তাদের মনের ইচ্ছা ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে তারা
বড়দের কাছে বায়না ধরে। কখনো কখনো তাদের সেসব ইচ্ছা পূরণ
হয়, আবার কখনো হয় না। শিশু মনের সেসব স্বপ্ন-কল্পনা। প্রক্তির
বিচিত্র বৃপ্তের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়।
• উদ্বীপকে নিশ্চ ও মিশ্চ ঘুড়ি উড়ানোর ইচ্ছা ও স্বপ্নের কথা বলা
হয়েছে। এখানে তারা নীল রঙের ঘুড়ি কিনে আকাশে ওড়ানোর জন্য
বাবার কাছে যে বায়না ধরে একসময় ঘুমিয়ে পড়লে তারা স্বপ্নে ঘুড়ি
ওড়ায়, যার সঙ্গে ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতায় কানাইয়ের নদীতে ঘুরে
বেড়ানোর স্বপ্ন সাদৃশ্যপূর্ণ। কানাইও তার বোন ছোকানুকে নিয়ে
নদীতে নৌকাভ্রমণের জন্য মাঝিকে কাছে বায়না ধরেছে। উদ্বীপকে
ঘুমের ঘোরে নিশ্চ ও মিশ্চ ঘুপ্তের মতো কিশোর কানাইও ঘুরে
বেড়ানোর স্বপ্ন দেখেছে। নিশ্চদের স্বপ্ন ঘুড়ি ওড়ানোর আর কানাইদের
স্বপ্ন নৌকায় বেড়ানোর।

- ঘ** • উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটি অপেক্ষা 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার ব্যাপ্তি অধিক— মন্তব্যটি যথার্থ ।
- শিশু-কিশোররা নিজের মতো করে স্বপ্ন-কল্পনা করে । তাদের মনে হাসি-আনন্দের খেলাই বেশি । বেশির ভাগ শিশুই প্রকৃতির বর্গরাজে ঘুরে বেড়াতে চায় । এর কারণ শিশুমন মৃক্ষ স্বাধীন প্রকৃতির অনুষঙ্গ, ফুলের মতো নির্মল । কোনো কোনো শিশু ঘুড়ি উড়িয়ে, দোলনায় দোল খেয়ে, নৌকায় নদীতে ঘুরে বেড়িয়ে আনন্দ লাভ করতে চায় ।
 - উদ্দীপকের নিশু ও মিশু ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ পেতে চেয়েছে । বাবার কাছে বায়না ধরে ঘুড়ি ওড়ানোর । এক সময় ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটিয়েছে । উদ্দীপকের এ শিশুদের মতো কিশোর কানাইও নদীতে ঘুরে বেড়ানোর কল্পনা করেছে । এখানে তার কল্পনায় মাঝিকে রাজি করানো, নৌকায় ঘুরে বেড়ানোর পদ্ধতি, ছোট বোনকে সঙ্গে নেওয়া, মা-বাবা মাঝিকে বকা দিলে সে দায়ভার নিজের মাথায় নেওয়া, ছোট বোনকে ঘূম পাড়ানো, নদীতে বড় উঠল তাকে আগলে রাখা প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে ।
 - 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় কিশোর কানাইয়ের রঙিন স্বপ্নের মধ্যে ছোট বোনের প্রতি দায়িত্ববোধ, ক্ষুধা লাগলে নদীতে রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা, পদ্মার ইলিশ মাছের প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয় রয়েছে, যা উদ্দীপকে নেই । উদ্দীপকে শিশুরা বাবার কাছে বায়না ধরেছে । আর কবিতায় শিশুরা বাবা-মা ঘুমিয়ে আছে এই সুযোগে ঘুরে বেড়াতে চেয়েছে । এসব দিক বিচারে প্রশ্নাঙ্ক মন্তব্যটি যথার্থ ।

প্রশ্ন ৩৩ রাজশাহী বোর্ড ২০১৫

- মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে ।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে ।
আমি যাচ্ছি রাঙ্গা ঘোড়ার 'পরে
টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে ।
- ক. খাওয়ার পর মাঝি কোন রঙের পাল তোলে? ১
খ. যত দোষ সব আমরা— না, আমি একা নেবো মাথা পেতে ।—
ব্যাখ্যা কর । ২
- গ. উদ্দীপকের কিশোরটির সাথে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার বালকটির
যে সাদৃশ্য আছে তা তুলে ধর । ৩
- ঘ. "উদ্দীপকটি 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করে না ।"—
উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর । ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

- ক** • খাওয়ার পর মাঝি লাল রঙের পাল তোলে ।
- খ** • "যত দোষ সব আমরা— না আমি একা নেবো মাথা পেতে ।"—
এই চরণে ছোট কিশোরের দায়িত্ববোধের প্রকাশ ঘটেছে ।
- দুর্বল কিশোর কানাই তার ছোট বোন ছোকানুকে সাথে নিয়ে নৌকায় উঠে নদীর পর নদী পার হয়ে মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায় । তারা ছোট বলে মাঝি তাদের নৌকায় তুলতে চাইবে না একথা সে জানে । তার মনে এই ভয়ও কাজ করে যে, নৌকায় তুলে নেওয়ার জন্য তার বাবা মাঝিকেও বকা দিতে পারে । তাই প্রথমে সে মাঝিকে বলেছে যে সব দোষ সে আর তার বোন মাথা পেতে নেবে । কিন্তু পরমুচূর্ণেই বড় ভাই হিসেবে বোনের প্রতি তার দায়িত্ববোধ এবং মমত্ববোধ জাগ্রত হয়েছে এবং সে বলেছে সব দোষ সে একাই মাথা পেতে নেবে ।
 - গ. উদ্দীপকের কিশোরটির সাথে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার বালকটির দায়িত্ববোধের সাদৃশ্য রয়েছে ।
 - প্রতিটি মানুষের ভেতরই দায়িত্ববোধ নামক গুণটি থাকা উচিত । যদিও বয়সে যারা অপেক্ষাকৃত বড় তাদের কাছ থেকেই এ গুণটি প্রত্যাশিত; কিন্তু অনেক সময় ছোট কিশোর-কিশোরীর মধ্যেও দায়িত্ববোধের প্রকাশ ঘটে ।

০ 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কিশোর কানাইয়ের মধ্যে এই দায়িত্ববোধ লক্ষ করা যায় । বাড়ির কাউকে না বলে নৌকা ভ্রমণ করার জন্য যদি তার বাবা বকে তবে বাবার বকুনি খাওয়ার ভারও সে একা নিজের কাঁধে তুলে নিতে চেয়েছে । ছোট বোন ছোকানু ভিত্তি বলে মাঝিকে সে বলেছে তার প্রতি খেয়াল রাখতে । শুধু তাই নয়, মাঝিকে সে বলেছে যদি বড় আসে তবে মাঝি যেন তাকে ডাকে, ছোকানুর ঘূম যেন না ভাঙ্গয় । উদ্দীপকের কিশোরের মধ্যেও এই গুণটির প্রকাশ ঘটেছে । ছোট কিশোর যেন মায়ের অভিভাবক । তাই মাকে নিয়ে বিদেশ ঘোরার সময় মায়ের পালকির পাশে ঘোড়ায় চড়ে সে মায়ের পাশে পাশে যায় । যেন মায়ের দেখাশুনার ভার সে নিয়েছে ।

- ঘ** • "উদ্দীপকটি 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করে না ।"—
উক্তিটি যথার্থ ।

০ কিশোর মন কল্পনার ডানায় ভর করে বর্ণিল স্বপ্ন একে চলে অবিরাম । এ বয়সেই অজ্ঞানার প্রতি আকর্ষণটা থাকে সবচেয়ে বেশি । কল্পনাপ্রবণতার পাশাপাশি দায়িত্ববোধ নামক আরেকটি বৈশিষ্ট্য এ বয়স থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে ।

০ 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় কানাই এক কিশোর যে রঙিন স্বপ্নে বিড়োর । সে স্বপ্ন দেখে নৌকায় করে নদীর পর নদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে । আর এ সূত্রেই কিশোর কানাইয়ের ছোট বোনের প্রতি দায়িত্ববোধেরও প্রতিফলন ঘটেছে । সব দোষ নিজের কাঁধে তুলে নিতে চাওয়া, ছোকানুর প্রতি খেয়াল রাখা এসবের মধ্যে আমরা তার দায়িত্ববোধের পরিচয় পাই । অন্যদিকে উদ্দীপকের কিশোরের মায়ের প্রতি খেয়াল রাখা কানাইয়ের দায়িত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয় ।

০ ছোকানুর দায়িত্ববোধ উদ্দীপকের কিশোরের মধ্যে প্রকাশিত হলেও উভয়ের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন । 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাজুড়ে নদী, নৌকা সংশ্লিষ্ট যেসব বর্ণনা আছে তা সবই কানাইয়ের কল্পনায় আঁকা । তার দায়িত্ববোধ অপেক্ষা এ বিষয়গুলোই কবিতায় প্রধান হয়ে উঠেছে, যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত । উদ্দীপকে প্রকৃতির কোনো বর্ণনা নেই কেবল মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ববোধই প্রকাশ পেয়েছে । তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকটি 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার সমগ্র ভাব ধারণ করে না ।

প্রশ্ন ৩৪ বিষয় : স্বপ্নময় জীবনে শৈশবস্মৃতি ।

ট্রেন দেখার শখ সজীবের বহুদিনের । বিদ্যালয়ের বারান্দা থেকে অনেক দিনই সজীব ট্রেনের শব্দ শুনতে পেয়েছে । কিন্তু দেখা হয়নি । একদিন সেই শখ পূরণের সময় এলো । গ্রীষ্মের ছুটিতে সজীব ট্রেনে চড়ে যাবে মামার বাড়ি । যথারীতি মা-বাবার সঙ্গে ট্রেনে উঠল সজীব । প্রথমে একটু ডয় পেলেও ট্রেন চলতে শুরু করলে সজীবের খুবই আনন্দ হলো । সজীব দেখতে পেল অসংখ্য গাছপালা, ঘরবাড়ি, মাঠ দুত অতিক্রম করে ট্রেন এগিয়ে চলছে । মাঝে মাঝে ট্রেনটি থামছে, তখন অনেক মানুষ নামছে আবার ট্রেনে উঠছে । তারপর ট্রেনটি আবার চলতে শুরু করে । বড় হয়ে সজীব অনেকবারই ট্রেনে চড়েছে, কিন্তু প্রথম ট্রেনে চড়ার শৃতি সজীব কোনোদিনই ভুলতে পারেনি ।

ক. কার বকুনি মাঝিকে খেতে হবে না? ১
খ. এই ফাঁকে মোরে— আর ছোকানুরে— নৌকোয় নাও তুলে ।—
কোন ফাঁকে? ব্যাখ্যা কর । ২

গ. 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের কী পার্থক্য রয়েছে, তা চিহ্নিত কর । ৩
ঘ. "নদীর স্বপ্ন" কবিতা ও উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে শৈশবের সোনালি স্বপ্ন ।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর । ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১, ২, ৪

- ক** • কানাইয়ের বাবার বকুনি মাঝিকে খেতে হবে না ।

১. • কানাইয়ের মা ঘুমিয়ে আছেন, দিদি গেছে স্কুলে, এই ফাঁকে কানাই তাকে ও তার বোন ছোকানুকে নৌকায় তুলে নিতে মাঝিকে বলে।

• কল্পনাবিলাসী কিশোর কানাই তার বোনকে নিয়ে নদীতে বেড়াতে চায়। তাই নদীর ঘাটে যায় নৌকায় চড়তে। নৌকার মাঝিকে অনেক অনুয়া-বিনয় করে তাদেরকে নৌকায় তুলে নিতে। এমনকি অভয় দিয়ে বলে, তোমার কোনো ভয় নেই, মা ঘুমিয়ে আছেন আর দিদি গেছে স্কুলে। এই ফাঁকে আমাকে আর আমার ছোট বোন ছোকানুকে তোমার নৌকায় তুলে নাও।

২. • 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের পার্থক্য রয়েছে কল্পনা ও বাস্তবতার।

• শৈশব ও কৈশোরে মানুষের অনেক কিছুই অজানা থাকে। এ সময় পৃথিবীর সবকিছুকেই সুন্দর মনে হয়। পৃথিবীর সব সুন্দর দেখার একটা ইচ্ছা মনের গভীরে দেখা দেয়। সেই ইচ্ছাগুলো কখনো স্বপ্ন হয়ে, আবার কখনো বাস্তবরূপে জীবনে ধরা দেয়।

• উদ্দীপকে সজীবের ট্রেন দেখার খুব শখ। সেই শখ তার একদিন প্ররূপ হয়। ছুটিতে মামার বাড়ি যাওয়ার সময় সে ট্রেনে করে যায়। 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাতে কানাই স্বপ্ন দেখে নদীতে ঘুরে বেড়ানোর। নৌকায় করে ঘুরে বেড়ানোর সময় প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্যগুলোও সে কল্পনা করে। উদ্দীপকের সজীবের ইচ্ছা বাস্তবে রূপ লাভ করে আর আলোচ কবিতার কানাইয়ের স্বপ্ন কল্পনায় রূপলাভ করে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপক ও আলোচ কবিতায় স্বপ্ন ও বাস্তবতার মাঝেই পার্থক্য রয়েছে।

৩. • "'নদীর স্বপ্ন' কবিতা ও উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে শৈশবের সোনালি স্বপ্ন।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• স্বপ্ন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য স্বপ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের শৈশবের স্বপ্নই সবচেয়ে সুন্দর।

• উদ্দীপকে সজীব স্কুলে পড়ার সময় থেকে ট্রেনে ওঠার স্বপ্ন দেখে। গ্রীষ্মের ছুটিতে তার জীবনে সেই সুযোগ এসে যায়। জীবনে প্রথমবারের মতো সে ট্রেনে ওঠার সুযোগ পায় মামার বাড়ি যাওয়ার ফলে। 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায়ও কানাই আর ছোকানুর শৈশবকে তুলে ধরা হয়েছে। সে মাঝিকে কাছে নৌকায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে। নদী, নদীর ঘাট, ঘাটে বাঁধা জেলে নৌকা, মাছ ধরা, নৌকায় রান্না করা সবকিছুর সৌন্দর্য তার চিন্তা-চেতনায় রয়েছে।

• মানুব তার শৈশবের স্মৃতিকে কখনো ভুলতে পারে না। উদ্দীপকের সজীব এবং 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কানাই দুজনের শৈশবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে উভয় স্থানেই। এভাবে শৈশবের সোনালি স্বপ্ন উদ্দীপক ও কবিতার মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। তাই বলা যায় যে, মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১০: বিষয় : বাংলার ছোট নদী।

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উচু তার, ঢালু তার পাড়ি।

| উত্থাপন : আমাদের ছোট নদী— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

- ক. ছোকানুর ভাইয়ের নাম কী? ১
- খ. কানাই কেন মাঝিকে ভালো বলেছে? বুঝিয়ে লেখ ২
- গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার সাদৃশ্য ঘটেছে কোন দিক দিয়ে? ৩
- ঘ. "ভাবের মিল থাকলেও উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট আলাদা"— উদ্দীপক ও 'নদীর স্বপ্ন' কবিতা অবলম্বনে বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

৪. • ছোকানুর ভাইয়ের নাম কানাই।

৫. • মাঝি ইলিশ কিনেছে বলে কানাই মাঝিকে ভালো বলেছে।

• কানাই ও তার বোন ছোকানু মাঝির সঙ্গে নদীতে ঘুরতে যেতে চায়। অনেক অনুরোধ করার পর মাঝি তাদেরকে নিয়ে ঘুরতে রাজি হয়। এর মধ্যে নদীর মনোরম দৃশ্য দেখে কানাই ও ছোকানুর চোখ জুড়ায়। মাঝি তাদেরকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য জেলে নৌকা থেকে রূপালি ইলিশ কেনে। মাঝি ইলিশ কিনেছে বলে কানাই মাঝিকে খুব ভালো বলে।

৬. • উদ্দীপকের সঙ্গে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার নদীর সৌন্দর্যের দিক দিয়ে সাদৃশ্য ঘটেছে।

• প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের মধ্যে অন্যতম হলো নদী। নদী আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অনেক গুণে বাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে নদী আমাদের প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের উচিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই উপাদানের প্রতি যজ্ঞশীল হওয়া।

• উদ্দীপকে প্রকৃতির মাঝে নদীর সৌন্দর্যের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। গ্রীষ্মের প্রকৃতিতে নদী কী রূপ ধারণ করে সেদিকটি উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে। 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাতে নদীর সৌন্দর্যের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। কানাই নামের এক কিশোরের কল্পনায় বাংলার বিভিন্ন নদী বিশেষ করে পদ্মা নদীর অপার সৌন্দর্য ধরা পড়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার নদীর সৌন্দর্যের দিক থেকে বৈসাদৃশ্য।

৭. • "ভাবের মিল থাকলেও উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট আলাদা"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রধান অনুষঙ্গ অসংখ্য নদ-নদী। আবহমানকাল ধরে এসব নদ-নদী বাংলার মানুষের জীবন-জীবিকায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

• উদ্দীপকে নদীমাত্ক বাংলাদেশের গ্রামের দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। কীভাবে গ্রামের পাশ দিয়ে ছোট নদী একেবেঁকে চলে এবং তার ফলে প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও মোহনীয় রূপ পায় সেদিকটি ফুটে উঠেছে। এ ছাড়া বৈশাখে ছোট নদীটি কী রূপ ধারণ করে তা প্রকাশ পেয়েছে। 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় নদীর সৌন্দর্যের পাশাপাশি জেলেনৌকা, রঞ্জিন পাল, নদীর ইলিশ এবং ভাই-বোনের মধুর সম্পর্কের দিক ফুটে উঠেছে। বড় ভাইয়ের দায়িত্বশীলতার পরিচয়ও প্রকাশ পেয়েছে কবিতায়।

• উদ্দীপকে শুধু নদীর সৌন্দর্যের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কবিতায় নদীর সৌন্দর্যের পাশাপাশি এক কিশোরের কল্পনা-বিলাসিতা ও ভাই-বোনের ভালোবাসার সম্পর্ক, তাদের ঘুরে বেড়ানো এবং বড় ভাইয়ের দায়িত্বশীলতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, ভাবের মিল থাকলেও উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট আলাদা।

প্রশ্ন ১১: রাজশাহী বোর্ড ২০১৬

বনলতার মেলা দেখার যুবই শখ। সে তার চাচার কাছে বায়না ধরে মেলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। চাচা যাতে তাকে নিয়ে যায় সে জন্য চাচাকে পীড়াপীড়ি করে। সে বলে, বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়েছে এবং তার কাছে টাকা আছে। তাই দিয়ে তারা নাগরদোলায় চড়বে, বাঁশি কিনবে, মিটি খাবে। সে তার চাচাকে আরও বলে— রাতে চাদের আলোয় মেলা দেখার মজাই আলাদা।

ক. কানাইয়ের বোনের নাম কী? ১

খ. ছোকানু কীভাবে রান্নার কারসাজি দেখাবে? ২

গ. বনলতার কল্পনার সাথে কানাইয়ের কল্পনার বৈসাদৃশ্য কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "চাদের আলোয় মেলা দেখার মজাই আলাদা" — 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

গুরু প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

ক. • কানাইয়ের বোনের নাম ছোকানু।



৩৫ • ছোকানু পাকা গিমির মতো রাখা করে রাখার কারসাজি দেখাবে।

- কানাই আর ছোকানু দুই ভাইবোন মাঝির সাথে নৌকা ভ্রমণে যেতে চায়। নৌকা ভ্রমণ নিয়ে তার মনের মধ্যে বিভিন্ন কল্পনা রূপায়িত হয়। কল্পনায় মাঝি ইলিশ মাছ কিনলে, কানাই মাঝিকে বাহবা দিয়ে বলে, মাছ কিনে ভালোই করেছে মাঝি। রাখার জন্য কানাই মাঝিকে উন্নুন ধরাতে বলে, কারণ ছোকানু রাখার কারসাজি দেখাবে। এখনে কারসাজি অর্থ চমৎকারিত। কানাইয়ের বোন ছোকানু যে পাকা গিমির মতো ভালো রাখা করে সে কথা বোঝাতে রাখার কারসাজি কথাটি বলা হয়েছে। অর্থাৎ ছোকানু ভালো রাখা করে রাখার কারসাজি দেখাবে।

৩৬ • বনলতার কল্পনার সাথে কানাইয়ের কল্পনার বৈসাদৃশ্য হলো প্রকৃতি, পরিবেশ ও বাস্তবতায়।

- কিশোর ঘন হয় কৌতৃহলী। সব সময় চায় অজানাকে জানতে, অচেনাকে চিনতে। তারা সন্দৰ্ভ-অসন্দৰ্ভের ধার ধারে না। তাদের কাছে তাদের ইচ্ছা আর আকাঙ্ক্ষাই বড় হয়ে ওঠে।

• উদ্দীপকের বনলতা ও 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কানাই দুজনই কল্পনাপ্রবণ কিশোর-কিশোরী। তারা অজানাকে জানতে ও দেখতে চায়। তাদের একজনের কল্পনায় ডেসে ওঠে মেলা, আর অন্যজনের নদীর বুকে নৌকা ভ্রমণ। বনলতা ভাবে সে তার চাচার সাথে মেলায় যাবে। সেখানে সে নাগরদোলায় চড়বে, বাঁশি কিনবে, মিষ্টি খাবে। চাঁদের আলোয় মেলা ঘুরে ঘুরে দেখবে। অন্যদিকে কানাই কল্পনা করে সে ও তার বোন নৌকায় উঠে নদীর পর নদী পার হয়ে যাবে। নৌকায় রাখা করবে ইলিশ মাছ ও গরম ভাত, গান ও গল্প শুনবে মাঝির কাছ থেকে। তাই বলা যায় যে, বনলতার কল্পনার সাথে কানাইয়ের কল্পনার বৈসাদৃশ্য হলো প্রকৃতি, পরিবেশ ও বাস্তবতায়।

৩৭ • "চাঁদের আলোয় মেলা দেখার মজাই আলাদা"— উক্তিটির মধ্য দিয়ে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কানাইয়ের প্রকৃতি-সংলগ্ন অভিব্যক্তিই যেন ফুটে উঠেছে।

• বাংলাদেশ চির সৌন্দর্যের দেশ। এদেশের প্রকৃতি অপরূপ রূপবর্তী। প্রতিটি মানুষই চায় এদেশের প্রকৃতির রূপসৌন্দর্য উপভোগ করতে।

• উদ্দীপকের বনলতার কল্পনা ও 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কানাইয়ের কল্পনার মধ্য দিয়ে বাংলার অপরূপ রূপের প্রকাশ ঘটেছে। বনলতা রাতের বেলা চাঁদের আলোয় ঘুরে ঘুরে মেলা দেখতে চায়। কারণ সে মনে করে চাঁদের আলো রাতের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। আর তাই চাঁদের আলোয় রাতের বেলা মেলা দেখার মজাই তার কাছে আলাদা। অন্যদিকে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার নৌকা ভ্রমণ নিয়ে এক কিশোরের কল্পনা রূপায়িত হয়েছে। কানাই অসাধারণভাবে প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গের কথা বলেছে। বলেছে রূপালি নদী, মাঝি, নদীর হালকা নরম হাওয়া, ঝড় ইত্যাদির কথা। সে রাতের জোছনা আলোয় মাঝির গান ও গল্প শুনতে চায়। কিশোর কানাই তার কল্পনায় প্রকৃতির সৌন্দর্যকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

• প্রশ়ংসন্ত উক্তিটির মধ্য দিয়ে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় কিশোর কানাইয়ের কল্পনায় উঠে আসা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে। প্রকৃতি সম্পর্কে তার মনে যে মুগ্ধতার সৃষ্টি হয় উক্তিটির মাধ্যমে উদ্দীপকের বনলতা সেই মুগ্ধতাই প্রকাশ করে। তাই "চাঁদের আলোয় মেলা দেখার মজাই আলাদা" উক্তিটির মধ্য দিয়ে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কানাইয়ের প্রকৃতি-সংলগ্ন অভিব্যক্তিই যেন ফুটে ওঠে।

প্রশ্ন ০৭ কুমিল্লা বোর্ড ২০১৫

রাতুল শহরের ক্ষুলে পড়ে। সৈদের ছুটিতে সে পরিবারের সবার সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে সে চাচাত ভাই-বোনের সঙ্গে নৌকায় করে ঘুরতে বের হয়। সে নৌকায় চড়ে বড়শি দিয়ে মাছ ধরা, শাপলা তোলাসহ আরও নানা রকমের আনন্দ করে। সারাদিনের আনন্দ-ভ্রমণ শেষে সে বিকেলে ঘরে ফিরে আসে।

ক. রাখার কারসাজি কে দেখাবে?

১

খ. রূপোলি নদীর রূপোলি ইলিশ বলতে কী বোঝা?

২

গ. উদ্দীপক ও 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা কোথায়? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. "রাতুলের আনন্দানুভূতি কানাইয়ের স্বপ্নের সম্পূর্ণ প্রতিফলন।"- মন্তব্যটির সাথে তুমি কি একমত? যুক্তিসহ লেখ।

৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

ক. • ছোকানু রাখার কারসাজি দেখাবে।

খ. • নদীমাত্ৰ এ বাংলাদেশের রূপালি নদীতে রূপালি ইলিশ ঝলমল করে।

০ বনলতা নদীমাত্ৰ দেশ। এ দেশে ছোট-বড় প্রায় তেরো শত নদী রয়েছে। অনেক নদীর পানিকে রূপালি মনে হয়। পদ্মা নদীতে ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। ইলিশের রং দেখতে অনেকটা রূপালি। তাই বলা হয়েছে, রূপোলি নদীর রূপোলি ইলিশ।

গ. • উদ্দীপক ও 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা রাতুল ও কানাইয়ের পরিবেশে ও জীবনযাত্রায়।

০ গ্রাম এবং শহরের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। গ্রামীণ জীবন প্রকৃতিসংলগ্ন। কিন্তু শহরের জীবন অনেকাংশেই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন।

০ 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় কানাই গ্রামের ছেলে। তাই গ্রামীণ জীবনের প্রতি তার নিবিড় টান। নদীর প্রতি তার রয়েছে নিখাদ ভালোবাসা ও সীমাহীন মুগ্ধতা। তাই সে নৌকায় করে নদী দেখতে চায়, সারাদিন নদীতে ঘুরে বেড়াতে চায়। বোনকে সাথে নিয়ে আনন্দ করতে চায়। অন্যদিকে রাতুল শহরের ছেলে। সৈদের ছুটিতে গ্রামে গিয়ে সে নৌকায় করে ঘুরতে বের হয়। তবে নদীর প্রতি কানাইয়ের যে মুগ্ধতা তা রাতুলের নেই দুজনের জীবন-পরিবেশের ভিন্নতার জন্য।

ঘ. • "রাতুলের আনন্দানুভূতি কানাইয়ের স্বপ্নের সম্পূর্ণ প্রতিফলন।"- মন্তব্যটির সাথে আমি একমত নই।

০ সব মানুষের মনেই স্বপ্ন থাকে। প্রতিনিয়ত নানা রঙে সে বর্ণিল করে তার স্বপ্নগুলোকে। জীবনের সকল স্বপ্ন প্রৱণ না হলেও কিছু কিছু স্বপ্ন প্রৱণ হয়। আর এই স্বপ্ন প্রৱণের যে আনন্দ তা অতুলনীয়, অভাবনীয়।

০ 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় কানাইয়ের নৌকা ভ্রমণের স্বপ্ন দীর্ঘদিনের। কিশোর কানাই সব নদী ঘুরে দেখতে চায় ছোট বোন ছোকানুকে সঙ্গে নিয়ে। ইলিশ ও গরম ভাত রাখা করে খেতে চায় নৌকায়, মাঝির গান ও গল্প শুনতে চায়। অন্যদিকে শহরের ছেলে রাতুল সৈদে বেড়াতে আসার সূত্রে নৌকায় করে ঘুরতে বের হয়। নৌকায় চড়ে বড়শি দিয়ে মাছ ধরে, শাপলা তোলাসহ আরও নানা ধরনের আনন্দ করে সে।

০ নদী ভ্রমণ কানাইয়ের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। ভ্রমণের আনন্দ তার সে স্বপ্ন প্রৱণের বিহিন্প্রকাশ। কিন্তু রাতুলের আনন্দের সাথে স্বপ্ন প্রৱণের কোনো যোগ নেই। তাই রাতুলের আনন্দানুভূতি কানাইয়ের স্বপ্নের সম্পূর্ণ প্রতিফলন নয়।

প্রশ্ন ০৮ রাজশাহী বোর্ড ২০১৭

উনসভর পাড়া গ্রামের প্রহেলিকার বাড়ির পাশে একটি খেলার মাঠ আছে। মাঠে দোড়ালে দেখা যায় খোলা আকাশ, ফসলের ক্ষেত, গ্রাম আর গ্রাম। মনে হয় নীল আকাশ গ্রামের পেছনেই গিয়ে মিশেছে। প্রকৃতির এমন দৃশ্য প্রহেলিকার মনে সৃষ্টি করে কল্পনার নতুন জগৎ। প্রহেলিকা মনের পাতায় জগতের রূপ উপভোগ করে।

ক. 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় আকাশের রানি কে?

১

খ. ছোকানুর চোখে ঘুম চুলে এলে কানাই জেগে থাকে কেন?

২

গ. 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় কিশোর-কিশোরীদের সাথে প্রহেলিকার অনুভূতির বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. কল্পনার রঙে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কিশোর-কিশোরী ও উদ্দীপকের প্রহেলিকার অভিন্নতা নিরূপণ কর।

৪

► শিখনফল ২

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক. • 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় আকাশের রানি ছোকানু।

খ. • ছোকানুর চোখে ঘুম ঢুলে এলে কানাই জেগে থাকে মাঝির কাছে গান ও গল্প শোনার জন্য।

• সারাদিন ছোকানু ও কানাই নৌকায় করে ঘুরে বেড়ায়। ছোকানু নৌকায় রান্না করে। সারাদিনের অনেক ব্যন্তির কারণে ছোকানুর চোখ ক্রান্তিতে ঘুমে ঢুলে আসে। কিন্তু কানাই জেগে থাকে। সে মাঝির কাছে গান শোনে। গান শোনা শেষ হলে সে মাঝির কাছ থেকে গল্পও শুনবে। মাঝির কাছ থেকে গান ও গল্প শোনার জন্যাই সে জেগে থাকে।

গ. • 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার নদীতে নৌকা ভ্রমণকে কেন্দ্র করে কিশোর-কিশোরীর অনুভূতির সাথে প্রহেলিকার অনুভূতির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

• মানুষ স্বপ্ন ও কল্পনা নিয়ে বেঁচে থাকে। সৌন্দর্য উপভোগ করতে এবং জ্ঞান লাভ করতে মানুষ ভ্রমণ করে। ভ্রমণের মাধ্যমে প্রকৃতির বৃপ্তসৌন্দর্য উপভোগ করতে চায়। তবে একেক ব্যক্তির অনুভূতি একেক রকম হয়।

• 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় নদী এবং নৌকা ভ্রমণ নিয়ে এক কিশোরের কল্পনা বৃপ্তায়িত হয়েছে। কিশোর কানাই নদীর পর নদী পার হয়ে তার মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায়। নদী ও নদীর সৌন্দর্য দুই কিশোর ভাইবোনের মনে চমৎকার অনুভূতির সৃষ্টি করে। অন্যদিকে উদ্দীপকে প্রহেলিকার মনে কল্পনার নতুন জগৎ সৃষ্টি হয় প্রকৃতি দেখে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন— খোলা আকাশ, ফসলের ক্ষেত, গ্রাম ইত্যাদি প্রহেলিকার কল্পনার জগৎকে করে মাধুর্যময়। উভয় জায়গায় কিশোর-কিশোরী মনের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। এই অনুভূতি প্রকাশের অনুভূঙ্গ ভিন্ন। উদ্দীপকের প্রহেলিকার মধ্যে নদী ও নৌকা ভ্রমণের অনুভূতির প্রকাশ ঘটেনি। তাই আমরা বলতে পারি যে, 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার নদীতে নৌকা ভ্রমণকে ঘিরে কিশোর-কিশোরীর অনুভূতির সাথে প্রহেলিকার অনুভূতির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. • কল্পনার রঙে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কিশোর-কিশোরী ও উদ্দীপকের প্রহেলিকার অভিমত রয়েছে।

• কিশোর বয়সে মনের মধ্যে থাকে নানা রকম সাধ ও কল্পনা। অনেক কিছু করার ইচ্ছে জন্ম নেয় তখন। চিরন্তন সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে কল্পনার রঙিন জগৎ তৈরি করে। সেখানে সে সুব খুজে পেতে চায়।

• উদ্দীপকের প্রহেলিকা গ্রামের এক কিশোরী। সে মুগ্ধ চোখে গ্রামের সৌন্দর্য উপভোগ করে। তার বাড়ির পাশের মাঠ, খোলা আকাশ, ফসলের খেত, গ্রাম সবকিছুই তার অনুভূতিতে ধরা দেয়। তার মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় কল্পনার নতুন জগৎ। সে সেই জগতের বৃপ্তসৌন্দর্য অনুভব করে। অন্যদিকে আলোচ্য কবিতার কানাই মাঝিকে অনুরোধ করে তাকে আর তার বোনকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর। কবিতায় তার কিশোর মনের গভীর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ পায়। প্রকাশ পায় দুই ভাইবোনের মনের আবেগ-উচ্ছ্঵াস।

• কিশোর মনের রঙিন কল্পনা হয় আবেগ-অনুভূতির জন্য। একেক জন একেক রকমভাবে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। মানুষভেদে কল্পগুলোও ভিন্ন হয়। তবে মনের আবেগ-অনুভূতি ও আনন্দ সবারই অভিন্ন। আলোচ্য কবিতার কিশোর-কিশোরীর আবেগ-অনুভূতি আবর্তিত হয় নদীকে কেন্দ্র করে, আর উদ্দীপকের প্রহেলিকার প্রকৃতি দেখে। তাই বলা যায় যে, 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় কল্পনার রঙে কিশোর-কিশোরী ও উদ্দীপকের প্রহেলিকার অভিমত রয়েছে।

প্রশ্ন ১৯ মুলাদী মাহমুদজান মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়

কিশোর সাজু তার ছোট ভাইকে নিয়ে বৈশাখী মেলায় যায়। ভাইকে নিয়ে সে নাগরদোলায় ওঠে এবং পুতুলনাচ দেখে। ভাইকে সে অনেক কিছু কিনে দেয়। কিন্তু নিজের জন্য কিছুই কেনে না। তাতে তার মন খারাপ হয় না। কারণ ভাইয়ের খুশিতেই তার খুশি। মানুষের ভিড়ে ভাইয়ের হাত ধরে রাখ।

ক. কী টেনে তোলা দায়?

১

খ. 'ঝড় এলে ডেকো আমারে'— কানাই একথা বলেছে কেন?

২

গ. উদ্দীপকে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

৩

ঘ. উদ্দীপকটি কি 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার সমগ্র ভাব প্রকাশ করে?

৪

উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

৫

৯নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

ক. • জাল টেনে তোলা দায়।

খ. • ছোকানুকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য কানাই এ কথা বলেছে।

• সারাদিনের নৌকা ভ্রমণ শেষে গান শুনতে শুনতে ছোকানু ঘুমিয়ে পড়বে। হঠাৎ ঝড় এলে বোনের ঘুমের যেন ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য ভাই পরম যতায় বোনকে আগলে রাখবে। এ কারণে কানাই ঘুমিয়ে পড়লে মাঝিকে ডেকে দিতে বলেছে।

গ. • 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার ভাই-বোনের মধ্যকার মেহের সম্পর্কের দিকটি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

• ভাই-বোনের মধ্যকার ভালোবাসা, সেহ-ময়তার সম্পর্কের কোনো তুলনা হয় না। সামান্য ঘুনসুটি হলেও তা তাদের পরম্পরের প্রতি ভালোবাসারই অংশ।

• 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কানাই আর ছোকানু দুই ভাই-বোন। নৌকায় করে নদী দেখার শখ তাদের বহুদিনের। তাই তারা স্বপ্ন দেখে নৌকায় চড়ে নদীতে ঘুরে বেড়ানোর, বাবা-মায়ের বকুনির সব ভার কানাই একা নেবে। ছোকানু ঘুমিয়ে পড়লে সে পাহারা দেবে, যাতে ছোকানুর ঘুম না ডাঙে। উদ্দীপকেও দেখি যে, দুই ভাইয়ের মধ্যকার ভালোবাসার সম্পর্ক। সাজু তার ছোট ভাইয়ের সব বায়না পূরণ করে। নিজের জন্য সে কিছুই কেনে না; ভাইয়ের সুখই তার সুখ।

ঘ. • না, উদ্দীপকটি 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার সমগ্র ভাব প্রকাশ করেনি। আমার এ উত্তরের পক্ষে নিচে যুক্তি দেওয়া হলো।

১. কিশোর মন সদা চঞ্চল। সে অজ্ঞানাকে জানতে চায়, অদেখাকে দেখতে চায়। প্রকৃতির প্রতি, চারপাশের প্রতি তার ভীষণ আগ্রহ। তাই সে নদীতে ঘুরে বেড়াতে চায়, দেখতে চায় পাহাড়, সমুদ্র।

২. 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কানাই আর ছোকানুও এমন স্বপ্ন লালন করে। তারা নৌকায় করে নদীতে ঘুরে বেড়াতে চায়, দেখতে চায় সব নদী। এ প্রসঙ্গে ভাই-বোনের মধ্যকার সম্পর্কের মধুর দিকটিও চিত্রিত হয়েছে। উদ্দীপকে আছে দুই ভাইয়ের মেলায় যাওয়ার ঘটনা। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি ছোট ভাইয়ের প্রতি কিশোর সাজুর দায়িত্ববোধ যা কানাইয়ের মধ্যেও লক্ষণীয়।

৩. বড় ভাই হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে কানাই আর সাজুর মিল আছে। তবে এ কবিতায় কিশোরের যে স্বপ্নের পরিচয় আমরা পাই তা উদ্দীপকে নেই এ কারণে উদ্দীপকটি আলোচ্য কবিতার সমগ্র ভাব প্রকাশ করেনি।



অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সূজনশীল প্রশ্নব্যাংক

- ১। “নুরু, পৃষ্ঠি, আয়শা, শফি, সবাই এসেছে
আমবাগিচার তলায় যেন সবাই মিশেছে
বাপ-মা তাদের ঘূমিয়ে আছে এই সুবিধা পেয়ে
বন ভোজনে মিলেছে আজ দুটি ক'টি মেয়ে
বিনা আগুন দিয়ে যদি হচ্ছে তাদের রাঁধা
তবুও তাদের দু'চোখে ধোয়া লেগে কাঁদা”
ক. ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতায় কার কাছে দুটো আনি আছে? ১
খ. কানাই মাঝিকে লক্ষ্মী বলেছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকটির সাথে ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা
কর। ৩
ঘ. “বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতায়
কিশোর মনের আবেগ প্রকাশ একই রকম।”— বিশ্লেষণ
কর। ৪
- ২। পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে
পাগল আমার মন জেগে ওঠে।
চেনা শোনার কোন বাইরে
যেখানে পথ নাই, নাই-রে
সেখানে অকারণে যায় ছুটে।



মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রশ্নীত

- ক. ‘কারসাজি’ শব্দটির অর্থ কী? ১
খ. কানাই মাঝিকে পাল নামাতে বলেছে কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতার কোন চেতনার পরিচয়
পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. “উদ্দীপকটি ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতার সমগ্র বিষয়বস্তুকে ধারণ
করে না।”— বিশ্লেষণ কর। ৪
- ৩। মোরা ঝঙ্গার মতো উদাম
মোর ঝর্ণার মতো চঙ্গল,
মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়
মোরা প্রকৃতির মতো উচ্ছল।
ক. ‘কারসাজি’ শব্দের অর্থ কী? ১
খ. ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতায় সব দোষ কানাই মাথা পেতে নিতে
চাইল কেন? ২
গ. উদ্দীপকে ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত
হয়েছে? আলোচনা কর। ৩
ঘ. ‘কিশোর মনের কল্পনা সর্বদা দৃঃসাহসিক’— উদ্দীপকের
আলোকে উক্তির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতায় কার কাছে দুটো আনি আছে? [দি. বো. '১১]
উত্তর : ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতায় ছোকানুর কাছে দুটো আনি আছে।

প্রশ্ন ২। বুদ্ধিদেব বসু কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? [চ. বো. '১৪]
উত্তর : বুদ্ধিদেব বসু কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ৩। বুদ্ধিদেব বসু কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : বুদ্ধিদেব বসু ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ৪। বুদ্ধিদেব বসুর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উত্তর : বুদ্ধিদেব বসুর পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর অর্থাৎ বর্তমান মুলিগঞ্জ।

প্রশ্ন ৫। মাঝি কী কেনে?
উত্তর : মাঝি ইলিশ মাছ কেনে।

প্রশ্ন ৬। বুদ্ধিদেব বসু কার সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় ‘প্রগতি’ নামক
মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন?

উত্তর : বুদ্ধিদেব বসু অভিত দন্তের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় ‘প্রগতি’
মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন ৭। বুদ্ধিদেব বসু সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?
উত্তর : বুদ্ধিদেব বসু সম্পাদিত পত্রিকার নাম ‘কবিতা পত্রিকা’।

প্রশ্ন ৮। বুদ্ধিদেব বসু কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : বুদ্ধিদেব বসু কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন ৯। ‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতায় উল্লিখিত কার কাছে দুটো আনি আছে?
উত্তর : ছোকানুর কাছে দুটো আনি আছে।

টপিকের ধারায় প্রশ্নীত



প্রশ্ন ১০। মাঝিকে কে জিজ্ঞেস করেছে— আমারে চেনো না?

উত্তর : মাঝিকে কানাই জিজ্ঞেস করেছে, আমারে চেনো না?

প্রশ্ন ১১। কে ঘূমিয়ে আছেন?

উত্তর : মা ঘূমিয়ে আছেন।

প্রশ্ন ১২। কোথায় বসে ধোয়া ওঠা ভাত খাওয়ার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : পৈঠায় বসে ধোয়া ওঠা ভাত খাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। ‘কোথায় চলেছো? এদিকে এসো না!’ কে, কাকে বলেছে?
ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কিশোর কানাই মাঝিকে বলেছে, ‘কোথায় চলেছো? এদিকে এসো না!’
‘নদীর স্বপ্ন’ কবিতার কিশোর কানাই কল্পনা করে সে তার বোন
ছোকানুকে নিয়ে নৌকায় চড়ে নদীর পর নদী দেখবে, নদীর কলতান
শুনবে, নদীতে জেলেদের মাছ ধরা দেখবে। তাই নদীর ঘাটে গিয়ে
মাঝিকে বলেছে; ‘কোথায় চলেছো? এদিকে এসো না!’

প্রশ্ন ২। পায়ে পড়ি, মাঝি, সাথে নিয়ে চলো মোরে আর ছোকানুরে—
বিষয়টি বুঝিয়ে দাও।

উত্তর : কিশোর কানাই নদীতে বেড়াতে যাবে বলে মাঝিকে তার
নৌকায় তুলে নেওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয় করে।

কানাই তার ছেট বোন ছোকানুকে নিয়ে নৌকায় চড়ে নদী দেখবে
বলে নদীর ঘাটে যায়। সেখানে বাঁধা আছে মাঝির নৌকা। মাঝি
হয়তো তার নৌকা নিয়ে দূরে কোথাও যাবে। তাই কানাই মাঝিকে
অনুনয়-বিনয় করে বলে, পায়ে পড়ি, মাঝি, সাথে নিয়ে চলো মোরে
আর ছোকানুরে।


অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সংবলিত


কর্ম-অনুশীলন  তোমার ভালো লাগার স্বপ্ন নিয়ে কবিতা, গল্প বা নাটিকা রচনা কর (একক কাজ)।

► পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা 123

সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীদের নিজেদের মতো করে কবিতা, গল্প বা নাটিকা রচনায় আগ্রহী করে তোলা।

কাজের নির্দেশনা :

1. কী লিখবে সেটা ঠিক করে নাও।
2. রচনার বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে জেনে নাও।
3. তারপর নিজের ইচ্ছামতো রচনা কর।

কাজের বর্ণনা :

আমার ভালো লাগার স্বপ্ন নিয়ে 'একটি কবিতা' নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ভালো লাগার স্বপ্ন

ভালো লাগে হতে উভাল নদী

নদীর উঁচু ঢেউ।

আমায় রাখবে বন্দি করে

আছে কি এমন কেউ?

ভালো লাগে হতে সবুজ বন

রঙ-বেরঙের ফুল।

সে ফুলের গন্ধ শুকে

গান গাবে বুলবুল।

ভালো লাগে হতে অসীম আকাশ

দলছুট এক পাখি

রাখবে আমায় বন্দি করে

সাধ্য কার দেখি?

কর্ম-অনুশীলন  'নদীর স্বপ্ন' কবিতাটির একটি গদ্যরূপ উপস্থাপন কর (দলগত কাজ)।

► পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা 123

সমাধান :

কাজের ধরন : দলগত কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাটির গদ্যরূপ উপস্থাপনের মাধ্যমে উক্ত কবিতার কাহিনি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া।

কাজের নির্দেশনা :

1. নদীর স্বপ্ন কবিতাটি ভালোভাবে পড়ে নাও।
2. তারপর সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন কর।

কাজের বর্ণনা :

'নদীর স্বপ্ন' কবিতাটির গদ্যরূপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো: কিশোর

বালক কানাই মাঝিকে উদ্দেশ করে বলছে—
কোথায় চলেছ, এদিকে এসে দুটো কথা শোন। এই নাও চকচকে দুটো
রূপোর সিকি। এর বিনিময়ে আমাকে ও ছোকানুকে তোমার নৌকায়
তুলে নাও। নৌকা তোমার ঘাটে বাঁধা আছে। তুমি কি দূরে যাবে?
তোমার পায়ে পড়ি মাঝি, আমাকে আর ছোকানুকে তোমার সাথে
নিয়ে চল। তুমি কি আমাকে চেন না? আমি কানাই, ছোকানু আমার
বোন। তোমার সঙ্গে গিয়ে মেঘনা, পদ্মা ও শোণ নদী দেখব। তুমি
ভয় পেও না। মা সুমিয়ে আছেন, আর দিদি স্কুলে গেছে। তোমাকে
বকুনি খেতে হবে না। সব দোষ আমি মাথা পেতে নেব। ওটা কী?
জেলের নৌকা—

যেখানে জাল টেনে তোলা দায়, রূপালি নদীর রূপালি ইলিশ চোখ
ঝলসায়। ইলিশ কিনলে, বেশ মজা হবে। মাঝি তুমি খুব ভালো। চুলা
ধরাও, ছোকানু দেখাবে চমৎকার রাঙ্গার কারসাজি। নৌকায় বসে
ধোঁয়া-ওঠা ভাত, টাটকা ইলিশ ভাজা! ছোকানু রে, তুই আকাশের
রানি, আমি পচ্চার রাজা! খাওয়া শেষে আমরা চলছি, দুলছে ছোট
নাও, হালকা নরম হাওয়ায় তোমার লাল পাল তুলে দাও। ছোকানুর
চোখ ঘুমে বুজে আসে। আমি এখনও জেগে আছি। তোমার গান
গাওয়া শেষ হলে আমাকে অনেক গল্প বলবে, মাঝি? শুনতে শুনতে
আমিও ঘুমাব বিছানা বালিশ ছাড়া। তুমি ছোকানুকে দেখো। কারণ:
ছোকানু ছোট, তয় পায়। আমার কিছুই হবে না। আমি বেশ বড়।
রাতে বাড় এলে তুমি আমায় ডেকো, ছোকানুকে ডেকো না, সে যেন
সুখে ঘুম যায়।

সুপার সাজেশন



**মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন**

ধীর শিক্ষার্থী, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত এ কবিতাটিতে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল, জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো। 100% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।

শিরোনাম	৭★ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	৫★ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
০ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।	
০ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৪, ৫	৭, ৯
০ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৬, ৮	৩, ৭, ১১
০ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১	৩

এক্সকুলিসিড টিপস ► সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও।



যাচাই ও মূল্যায়ন



অধ্যায়ের প্রস্তুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্য
ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাংক

ক্লাস টেস্ট

বাংলা প্রথম পত্র

অষ্টম শ্রেণি

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান 1)

$1 \times 15 = 15$

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উভরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোকৃট উভরের বৃত্তি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উভর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. কানাই মাঝিকে কয়টি কথা শুনতে বলে?
 (ক) একটি (খ) দুটি (গ) তিনটি (ঘ) চারটি
২. কোন নদীর ইলিশের কথা বলা হয়েছে?
 (ক) বুপোলি (খ) মেঘনা
(গ) শোণ (ঘ) যমুনা
৩. কী দেখে কানাইয়ের চোখ ঝলসায়?
 (ক) সোনা (খ) পাখি (গ) ইলিশ (ঘ) চিংড়ি
৪. কানাই নিজেকে কী মনে করে?
 (ক) কিশোর (খ) রাজা
(গ) পাখি (ঘ) স্বপ্নবাজ
৫. 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় যত দোষ কে মাথা পেতে নিবে?
 (ক) কানাই (খ) মাঝি
(গ) ছোকানু (ঘ) জেলে
৬. কার বকুনি মাঝিকে খেতে হবে না?
 (ক) মায়ের (খ) বাবার
(গ) দিদির (ঘ) দাদার
৭. কানাই মাঝিকে মোট কয়টি সিকি দিতে চেয়েছিল?
 (ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৮. 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় কয়টি নদীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে?
 (ক) দুই (খ) তিনি (গ) চার (ঘ) পাঁচ
৯. কী টেনে তোলা দায়?
 (ক) বৈঠা (খ) মাছ
(গ) পাল (ঘ) জাল
১০. ২৫ পরসার মুদ্রাকে কী বলে?
 (ক) আনি (খ) আনা
(গ) সিকি (ঘ) টাকা
১১. কানাইয়ের হাতের সিকিটির বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ—
i. চকচকে
ii. ছেট আকারের
iii. ঘষামাজা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্ধীপকটি গড়ে ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উভর দাও:
আজকে আমার বুম্ব প্রাণের পর্বতে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা
কঁঠোলে!

১২. উদ্ধীপকের ভাবের সাথে মিল পাওয়া যায় নিচের কোন চর্চের?
 (ক) পায়ে পড়ি, মাঝি সাথে নিয়ে চলো,
মোরে আর ছোকানুরে
(খ) ছোকানুরে, তুই আকাশের রানি, আমি
পদ্মার রাজা
(গ) লক্ষ্মী তো, মোরে-আর ছোকানুরে,
নৌকায় তুলে নাও
(ঘ) ইলিশ কিনলে? আঃ বেশ, বেশ, তুমি
খুব ভালো, মাঝি
১৩. উপর্যুক্ত চর্চে যে আবেগ কৃটে উঠেছে তা হচ্ছে—
i. কিশোর মনের উচ্ছ্঵াস
ii. ভাই ও বোনের বন্ধন
iii. কল্পনার অবাধ প্রবাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৪. 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাটি কার জ্বানিতে বলা হয়েছে?
 (ক) মাঝির (খ) কানাইয়ের
(গ) ছোকানুর (ঘ) জেলের
১৫. কানাই আর ছোকানু কীসে উঠতে চেয়েছে?
 (ক) নৌকায় (খ) ট্রেনে (গ) বাসে (ঘ) প্লেনে

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

$10 \times 2 = 20$

যেকোনো ২টি প্রশ্নের উভর দাও :

১. নিশু ও মিশু দুই ভাই। রাতে শোবার সময় তারা বাবার কাছে বায়না ধরেছে লাল, নীল রঙের বুড়ি কিনে আকাশে উড়াবে। এক সময় তারা ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমের ঘোরে তারা স্বপ্ন দেখে, তাদের লাল, নীল রঙের বুড়িগুলো আকাশে উড়ছে।
ক. ছোকানুর কাছে কয়টি আনি ছিল?
খ. 'একা নেবো মাথা পেতে'— এখানে কী মাথা পেতে নেবার কথা বলা হয়েছে? বুঝিয়ে লেখ।
গ. উদ্ধীপকে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার যে দিকটি কৃটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্ধীপকে কৃটে ওঠা দিকটি অপেক্ষা 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার ব্যাপ্তি অধিক— মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪
২. আমাদের ছেট নদী চলে বাঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে বায় গুরু, পার হয় গাঢ়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।
ক. ছোকানুর ভাইয়ের নাম কী?
খ. কানাই কেন মাঝিকে তালো বলেছে? বুঝিয়ে লেখ।
গ. উদ্ধীপকের সঙ্গে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার সাদৃশ্য ঘটেছে কোন দিক দিয়ে?
ঘ. "ভাবের মিল থাকলেও উদ্ধীপকের প্রেক্ষাপট আলাদা"— উদ্ধীপক ও 'নদীর স্বপ্ন' কবিতা অবলম্বনে বিশ্লেষণ কর। ৮

৩. রাতুল শহরের কুলে পড়ে। সৈদের ছুটিতে সে পরিবারের সবার সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে সে চাচাত ভাই-বোনের সঙ্গে নৌকায় করে ঘূরতে বের হয়। সে নৌকায় চড়ে বড়শি দিয়ে মাছ ধরা, শাপলা তোলাসহ আরও নানা রকমের আনন্দ করে। সারাদিনের আনন্দ-ভ্রমণ শেষে সে বিকেলে ঘরে ফিরে আসে।
ক. রামার কারসাজি কে দেখাবে?
খ. কানাই মাঝিকে পাল নামাতে বলল কেন?
গ. উদ্ধীপক ও 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার প্রেক্ষাপটের ভিত্তা কোথায়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "রাতুলের আনন্দানুভূতি কানাইয়ের স্বপ্নের সম্পূর্ণ প্রতিফলন।"— মন্তব্যটির সাথে তুমি কি একমত? যুক্তিসহ লেখ। ৮
৪. কিশোর সাজু তার ছেট ভাইকে নিয়ে বৈশাখী মেলায় যায়। ভাইকে নিয়ে সে নাগরদোলায় ওঠে এবং পুতুলনাচ দেখে। ভাইকে সে অনেক কিছু কিনে দেয়। কিন্তু নিজের জন্য কিছুই কেনে না। তাতে তার মন ঘারাপ হয় না। কারণ ভাইয়ের বুশিতেই তার বুশি। মানুষের ভিত্তে ভাইয়ের হাত ধরে রাখ।
ক. কী টেনে তোলা দায়?
খ. 'ঝড় এলে ডেকো আমারে'— কানাই একথা বলেছে কেন?
গ. উদ্ধীপকে 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার কোন দিকটি কৃটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্ধীপকটি কি 'নদীর স্বপ্ন' কবিতার সমগ্র ভাব প্রকাশ করে? উভরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৮

উভরমালা ► বহুনির্বাচনি অঙ্গীক্ষা

- ১ (খ) ২ (ক) ৩ (গ) ৪ (খ) ৫ (ক) ৬ (খ) ৭ (খ) ৮ (খ) ৯ (ক) ১০ (গ) ১১ (ক) ১২ (খ) ১৩ (ব) ১৪ (খ) ১৫ (ক)

উভরসূত্র ► সৃজনশীল প্রশ্ন

- ১ ► 351 পৃষ্ঠার ২ নং প্রশ্ন ও উভর | ২ ► 353 পৃষ্ঠার ৫ নং প্রশ্ন ও উভর | ৩ ► 354 পৃষ্ঠার ৭ নং প্রশ্ন ও উভর | ৪ ► 355 পৃষ্ঠার ৯ নং প্রশ্ন ও উভর